চিত্রাঙ্গদা

১

অনঙ্গ-আশ্রম

চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্ত

চিত্রাঙ্গদা

তুমি পঞ্চশর ?

মদন

আমি সেই মনসিজ,
টেনে আনি নিখিলের নরনারীহিয়া
বেদনাবন্ধনে।

চিত্রাঙ্গদা

কী বেদনা, কী বন্ধন,
জানে তাহা দাসী। প্রণমি তোমার পদে।
প্রভু, তুমি কোন্ দেব ?

বসন্ত

আমি ঋতুরাজ।
জরা মৃত্যু দুই দৈত্য নিমেষে নিমেষে
বাহির করিতে চাহে বিশ্বের কঙ্কাল ;
আমি পিছে পিছে ফিরে পদে পদে তারে
করি আক্রমণ ; রাত্রিদিন সে সংগ্রাম।
আমি অখিলের সেই অনন্ত যৌবন।

চিত্রাঙ্গদা

প্রণাম তোমারে ভগবন্‌। চরিতার্থ
দাসী দেবদরশনে।

মদন

কল্যাণী, কী লাগি
এ কঠোর ব্রত তব? তপস্যার তাপে
করিছ মলিন খিন্ন যৌবনকুসুম;
অনঙ্গপূজার নহে এমন বিধান।
কে তুমি, কী চাও ভদ্রে?

চিত্রাঙ্গদা

দয়া কর যদি,
শোনো মোর ইতিহাস। জানাব প্রার্থনা
তার পরে।

মদন

শুনিবারে রহিনু উৎসুক।

চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা। মণিপুররাজকন্যা।
মোর পিতৃবংশে কভু পুত্রী জন্মিবে না—
দিয়াছিলা হেন বর দেব উমাপতি
তপে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর
ব্যর্থ করিয়াছি। অমোঘ দেবতাবাক্য
মাতৃগর্ভে পশি দুর্বল প্রারম্ভ মোর

চিত্রাঙ্গদা

পারিল না পুরুষ করিতে শৈবতেজে,
এমনি কঠিন নারী আমি।

মদন

শুনিয়াছি
বটে। তাই তব পিতা পুত্রের সমান
পালিয়াছে তোমা। শিখায়েছে ধনুর্বিদ্যা,
রাজদণ্ডনীতি।

চিত্রাঙ্গদা

তাই পুরুষের বেশে
নিত্য করি রাজকাজ যুবরাজরূপে ;
ফিরি স্বেচ্ছামতে : নাহি জানি লজ্জা, ভয়,
অন্তঃপুরবাস ; নাহি জানি হাবভাব,
বিলাসচাতুরী ; শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্যা,
শুধু শিখি নাই, দেব, তব পুষ্পধনু
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।

বসন্ত

সুনয়নে, সে বিদ্যা শিখে না কোনো নারী ;
নয়ন আপনি করে আপনার কাজ,
বুকে যার বাজে সেই বোঝে।

চিত্রাঙ্গদা

একদিন
গিয়েছিনু মৃগ-অন্বেষণে একাকিনী

ঘন বনে, পূর্ণানদীতীরে। তরুমূলে
বাঁধি অশ্ব দুর্গম কুটিল বনপথে
পশিলাম মৃগপদচিহ্ন অনুসরি।
ঝিল্লিমন্দ্রমুখরিত নিত্য-অন্ধকার
লতাগুল্মে-গহন-গম্ভীর মহারণ্যে
কিছুদূর অগ্রসরি দেখিনু সহসা,
রুধিয়া সংকীর্ণ পথ রয়েছে শয়ান
ভূমিতলে চীরধারী মলিন পুরুষ।
উঠিতে কহিনু তারে অবজ্ঞার স্বরে
সরে যেতে— নড়িল না, চাহিল না ফিরে।
উদ্ধত অধীর রোষে ধনু-অগ্রভাগে
করিনু তাড়না; সরল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সম্মুখে আমার, ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘৃতাহুতি পেয়ে শিখারূপে উঠে ঊর্ধ্বে
চক্ষের নিমেষে। শুধু ক্ষণেকের তরে
চাহিলা আমার মুখপানে— রোষদৃষ্টি
মিলালো পলকে, নাচিল অধরপ্রান্তে
স্নিগ্ধ গুপ্ত কৌতুকের মৃদুহাস্যরেখা
বুঝি সে বালকমূর্তি হেরিয়া আমার।
শিখে পুরুষের বিদ্যা, প'রে পুরুষের
বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন

চিত্রাঙ্গদা

ভুলে ছিনু যাহা, সেই মুখে চেয়ে, সেই
আপনাতে-আপনি-অটল মূর্তি হেরি,
সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।

মদন

সে শিক্ষা আমারি
সুলক্ষণে। আমিই চেতন ক'রে দিই
একদিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে
নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।
কী ঘটিল পরে?

চিত্রাঙ্গদা

সভয়বিস্ময়কণ্ঠে
শুধানু, 'কে তুমি?' শুনিনু উত্তর, 'আমি
পার্থ, কুরুবংশধর।'
রহিনু দাঁড়ায়ে
চিত্রপ্রায়, ভুলে গেনু প্রণাম করিতে।
এই পার্থ? আজন্মের বিস্ময় আমার?
শুনেছিনু বটে, সত্যপালনের তরে,
দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ব্রহ্মচর্য
পালিছে অর্জুন। এই সেই পার্থবীর!
বাল্যদুরাশায় কতদিন করিয়াছি

মনে, পার্থকীর্তি করিব নিষ্প্রভ আমি
নিজ ভুজবলে ; সাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য ;
পুরুষের ছদ্মবেশে মাগিব সংগ্রাম
তাঁর সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয়।
হা রে মুগ্ধে, কোথায় চলিয়া গেল সেই
স্পর্ধা তোর ! যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি,
শৌর্যবীর্য যাহাকিছু ধুলায় মিলায়ে
লভিতাম দুর্লভ মরণ সেই তাঁর
চরণের তলে।

কী ভাবিতেছিনু মনে
নাই। দেখিনু চাহিয়া, ধীরে চলি গেলা
বীর বন-অন্তরালে। উঠিনু চমকি ;
সেইক্ষণে জন্মিল চেতনা ; আপনারে
দিলাম ধিক্কার শতবার। ছি ছি মূঢ়ে,
না করিলি সম্ভাষণ, না শুধালি কথা,
না চাহিলি ক্ষমাভিক্ষা ; বর্বরের মতো
রহিলি দাঁড়ায়ে, হেলা করি চলি গেলা
বীর। বাঁচিতাম, সে মুহূর্তে মরিতাম
যদি।

পরদিন প্রাতে, দূরে ফেলে দিনু
পুরুষের বেশ। পরিলাম রক্তাম্বর,

চিত্রাঙ্গদা

কঙ্কণ কিঙ্কিণী কাঞ্চি। অনভ্যস্ত সাজ
লজ্জায় জড়ায়ে অঙ্গ রহিল্ একান্ত
সসংকোচে।

গোপনে গেলাম সেই বনে ;
অরণ্যের শিবালয়ে দেখিলাম তাঁরে।

মদন

ব'লে যাও বালা। মোর কাছে করিয়ো না
কোনো লাজ। আমি মনসিজ ; মানসের
সকল রহস্য জানি।

চিত্রাঙ্গদা

মনে নাই ভালো,
তার পরে কী কহিনু আমি, কী উত্তর
শুনিলাম। আর শুধায়ো না ভগবন্।
মাথায় পড়িল ভেঙে লজ্জা বজ্ররূপে,
তবু মোরে পারিল না শতধা করিতে—
নারী হয়ে এমনি পুরুষপ্রাণ মোর!
নাহি জানি কেমনে এলেম ঘরে ফিরে
দুঃস্বপ্নবিহ্বলসম। শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্ত শূল,
'ব্রহ্মচারীব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।'

পুরুষের ব্রহ্মচর্য !
ধিক্ মোরে, তাও আমি নারিনু টলাতে ?
তুমি জান, মীনকেতু কত ঋষি মুনি
করিয়াছে বিসর্জন নারীপদতলে
চিরার্জিত তপস্যার ফল। ক্ষত্রিয়ের
ব্রহ্মচর্য ! গৃহে গিয়ে ভাঙিয়ে ফেলিনু
ধনুঃশর যাহাকিছু ছিল ; কিণাঙ্কিত
এ কঠিন বাহু, ছিল যা গর্বের ধন
এতকাল মোর, লাঞ্ছনা করিনু তারে
নিষ্ফল আক্রোশভরে। এতদিন পরে
বুঝিলাম, নারী হয়ে পুরুষের মন
না যদি জিনিতে পারি বৃথা বিদ্যা যত।
অবলার কোমল মৃণালবাহুদুটি
এ বাহুর চেয়ে ধরে শতগুণ বল।
ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্খ ক্ষীণতনুলতা
পরাবলম্বিতা লজ্জাভয়ে-লীনাঙ্গিনী
সামান্য ললনা, যার ত্রস্ত নেত্রপাতে
মানে পরাভব বীর্যবল, তপস্যার
তেজ।

হে অনঙ্গদেব, সব দম্ভ মোর
এক দণ্ডে লয়েছ ছিনিয়া— সব বিদ্যা,
সব বল করেছ তোমার পদানত।

চিত্রাঙ্গদা

এখন তোমার বিদ্যা শিখাও আমায় ;
দাও মোরে অবলার বল, নিরস্ত্রের
অস্ত্র যত।

মদন

আমি হব সহায় তোমার
অয়ি শুভে, বিশ্বজয়ী অর্জুনে জিনিয়া
বন্দী করি আনি দিব সম্মুখে তোমার।
রাজ্ঞী হয়ে দিয়ো তারে দণ্ড পুরস্কার
যথা ইচ্ছা। বিদ্রোহীরে করিয়ো শাসন।

চিত্রাঙ্গদা

সময় থাকিত যদি, একাকিনী আমি
তিলে তিলে হৃদয় তাঁহার করিতাম
অধিকার ; নাহি চাহিতাম দেবতার
সহায়তা। সঙ্গীরূপে থাকিতাম সাথে,
রণক্ষেত্রে হতেম সারথি, মৃগয়াতে
রহিতাম অনুচর, শিবিরের দ্বারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভক্তরূপে
পূজিতাম, ভৃত্যরূপে করিতাম সেবা,
ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত আর্তপরিত্রাণে
সখারূপে হইতাম সহায় তাঁহার।
একদিন কৌতূহলে দেখিতেন চাহি ;
ভাবিতেন মনে মনে, 'এ কোন্ বালক,

পূর্বজনমের চিরদাস, এ জনমে
সঙ্গ লইয়াছে মোর সুকৃতির মতো !'
ক্রমে খুলিতাম তাঁর হৃদয়ের দ্বার,
চিরস্থান লভিতাম সেথা। জানি আমি,
এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে ;
যে নারী নির্বাক্ ধৈর্যে চিরমর্মব্যথা
নিশীথনয়নজলে করয়ে পালন,
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে,
আজন্মবিধবা, আমি সে রমণী নহি ;
আমার কামনা কভু হবে না নিষ্ফল।
নিজেরে বারেক যদি প্রকাশিতে পারি
নিশ্চয় সে দিবে ধরা। হায় হতবিধি,
সেদিন কী দেখেছিল ! শরমে কুণ্ঠিত
শঙ্কিত কম্পিত নারী, বিবশ বিহ্বল,
প্রলাপবাদিনী। কিন্তু আমি যথার্থ কি
তাই ? যেমন সহস্র নারী পথে গৃহে
চারি দিকে, শুধু ক্রন্দনের অধিকারী,
তার চেয়ে বেশি নই আমি ? কিন্তু হায়,
আপনার পরিচয় দেওয়া বহু ধৈর্যে
বহু দিনে ঘটে— চিরজীবনের কাজ,
জন্মজন্মান্তের ব্রত। তাই আসিয়াছি
দ্বারে তোমাদের, করেছি কঠোর তপ।

হে ভুবনজয়ী দেব, হে মহাসুন্দর
ঋতুরাজ, শুধু এক দিবসের তরে
ঘুচাইয়া দাও— জন্মদাতা বিধাতার
বিনা দোষে অভিশাপ, নারীর কুরূপ।
করো মোরে অপূর্ব সুন্দরী। দাও মোরে
সেই এক দিন, তার পরে চিরদিন
রহিল আমার হাতে।
যখন প্রথম
দেখিলাম তারে, যেন মুহূর্তের মাঝে
অনন্ত বসন্ত ঋতু পশিল হৃদয়ে।
বড়ো ইচ্ছা হয়েছিল সে যৌবনোচ্ছ্বাসে
সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
অপূর্ব পুলকভরে উঠে প্রস্ফুটিয়া
লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন!
হে বসন্ত, হে বসন্তসখে, সে বাসনা
পুরাও আমার শুধু দিনেকের তরে।

মদন

তথাস্তু।

বসন্ত

তথাস্তু। শুধু এক দিন নহে,
বসন্তের পুষ্পশোভা এক বর্ষ ধরি
ঘেরিয়া তোমার তনু রহিবে বিকশি।

২

মণিপুর

অরণ্যে শিবালয়

অর্জুন

অর্জুন

কাহারে হেরিনু! সে কি সত্য কিম্বা মায়া!
নিবিড় নির্জন বনে নির্মল সরসী;
এমনি নিভৃত নিরালয়, মনে হয়,
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে সেথা বনলক্ষ্মীগণ
স্নান ক'রে যায়, গভীর পূর্ণিমারাত্রে
সেই সুপ্ত সরসীর স্নিগ্ধ শস্পতটে
শয়ন করেন সুখে নিঃশঙ্ক বিশ্রামে
স্খলিত অঞ্চলে।

সেথা তরু-অন্তরালে

অপরাহ্নবেলাশেষে ভাবিতেছিলাম
আশৈশব জীবনের কথা, সংসারের
মূঢ় খেলা দুঃখসুখ উলটি পালটি—
জীবনের অসন্তোষ, অসম্পূর্ণ আশা,
অনন্ত দারিদ্র্য এই মর্ত মানবের।
হেনকালে ঘনতরু-অন্ধকার হতে

ধীরে ধীরে বাহিরিয়া কে আসি দাঁড়ালো
সরোবরসোপানের শ্বেত শিলাপটে।
কী অপূর্ব রূপ! কোমলচরণতলে
ধরাতল কেমনে নিশ্চল হয়ে ছিল!
উষার কনকমেঘ দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায় পূর্বপর্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি বিকশিত, তেমনি বসন তার
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে
সুখাবেশে। নামি ধীরে সরোবরতীরে
কৌতূহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া;
উঠিল চমকি। ক্ষণপরে মৃদু হাসি
হেলাইয়া বাম বাহুখানি হেলাভরে
এলাইয়া দিলা কেশপাশ; মুক্ত কেশ
পড়িল বিহ্বল হয়ে চরণের কাছে।
অঞ্চল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন
অনিন্দিত বাহুখানি, পরশের রসে
কোমল কাতর, প্রেমের-করুণা-মাখা।
নিরখিলা নত করি শির, পরিস্ফুট
দেহতটে যৌবনেব উন্মুখ বিকাশ।
দেখিলা চাহিয়া নব গৌরতনু-তলে
আরক্তিম আলজ্জ আভাস। সরোবরে

পা-দুখানি ডুবাইয়া দেখিলা আপন
চরণের আভা।— বিস্ময়ের নাই সীমা।
সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেতশতদল যেন কোরকবয়স
যাপিল নয়ন মুদি ; যেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেইদিন
হেলাইয়া গ্রীবা নীল সরোবরজলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে।— ক্ষণপরে
কী জানি কী দুখে, হাসি মিলাইল মুখে,
ম্লান হল দুটি আঁখি ; বাঁধিয়া তুলিল
কেশপাশ ; অঞ্চলে ঢাকিল দেহখানি ;
নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চ'লে গেল
সোনার সায়াহ্ন যথা ম্লান মুখ করি
আঁধার রজনীপানে ধায় মৃদুপদে

ভাবিলাম মনে, ধরণী খুলিয়া দিল
ঐশ্বর্য আপন। কামনার সম্পূর্ণতা
চমকিয়া মিলাইয়া গেল। ভাবিলাম,
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষগৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্তিতৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া

চিত্রাঙ্গদা

পড়ে ভূমে ওই পূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে—
পশুরাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনীর
ভুবনবাঞ্ছিত অরুণচরণতলে।
আর একবার যদি— কে দুয়ার ঠেলে ?

দ্বার খুলিয়া

এ কী ! সেই মূর্তি ! শান্ত হও হে হৃদয় !—

কোনো ভয় নাই মোরে, বরাননে ! আমি
ক্ষত্রকুলজাত, ভয়ভীত দুর্বলের
ভয়হারী।

চিত্রাঙ্গদা

আর্য, তুমি অতিথি আমার।
এ মন্দির আমার আশ্রম। নাহি জানি
কেমনে করিব অভ্যর্থনা, কী সংকারে
তোমারে তুষিব আমি।

অর্জুন

অতিথিসংকার
তব দরশনে হে সুন্দরী। শিষ্টবাক্য
সমূহ সৌভাগ্য মোর। যদি নাহি লহ
অপরাধ, প্রশ্ন এক শুধাইতে চাহি—
চিত্ত মোর কুতূহলী।

চিত্রাঙ্গদা

শুধাও নির্ভয়ে।

অর্জুন

শুচিস্মিতে, কোন্ সুকঠোর ব্রত লাগি
জনহীন দেবালয়ে হেন রূপরাশি
হেলায় দিতেছ বিসর্জন, হতভাগ্য
মর্তজনে করিয়া বঞ্চিত।

চিত্রাঙ্গদা

গুপ্ত এক
কামনা-সাধনা-তরে একমনে করি
শিবপূজা।

অর্জুন

হায়, কারে করিছে কামনা
জগতের কামনার ধন! সুদর্শনে,
উদয়শিখর হতে অস্তাচলভূমি
ভ্রমণ করেছি আমি; সপ্তদ্বীপমাঝে
যেখানে যাকিছু আছে দুর্লভ সুন্দর,
অচিন্ত্য মহান্, সকলি দেখেছি চোখে;
কী চাও, কাহারে চাও, যদি বল মোরে
মোর কাছে পাইবে বারতা।

চিত্রাঙ্গদা

ত্রিভুবনে
পরিচিত তিনি, আমি যাঁরে চাহি।

অর্জুন

হেন
নর কে আছে ধরায়! কার যশোরাশি
অমরকাঙ্ক্ষিত তব মনোরাজ্যমাঝে
করিয়াছে অধিকার দুর্লভ আসন।
কহ নাম তার, শুনিয়া কৃতার্থ হই।

চিত্রাঙ্গদা

জন্ম তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলে,
সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।

অর্জুন

মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে ওঠে
মুখে মুখে কথায় কথায়, ক্ষণস্থায়ী
বাষ্প যথা উষারে ছলনা ক'রে ঢাকে
যতক্ষণ সূর্য নাহি ওঠে। হে সরলে,
মিথ্যারে কোরো না উপাসনা এ দুর্লভ
সৌন্দর্যসম্পদে। কহ শুনি, সর্বশ্রেষ্ঠ
কোন্ বীর, ধরণীর সর্বশ্রেষ্ঠ কুলে!

চিত্রাঙ্গদা

পরকীর্তি-অসহিষ্ণু কে তুমি সন্ন্যাসী !
কে না জানে কুরুবংশ এ ভুবনমাঝে
রাজবংশচূড়া।

অর্জুন

কুরুবংশ !

চিত্রাঙ্গদা

সেই বংশে
কে আছে অক্ষয়যশ বীরেন্দ্রকেশরী
নাম শুনিয়াছ ?

অর্জুন

বলো, শুনি তব মুখে।

চিত্রাঙ্গদা

অর্জুন, গাণ্ডীবধনু, ভুবনবিজয়ী।
সমস্ত জগৎ হতে সে অক্ষয় নাম
করিয়া লুণ্ঠন, লুকায়ে রেখেছি যত্নে
কুমারীহৃদয় পূর্ণ করি।

ব্রহ্মচারী,
কেন এ অধৈর্য তব ? তবে মিথ্যা এ কি ?
মিথ্যা সে অর্জুন নাম ? কহ এই বেলা—

চিত্রাঙ্গদা

মিথ্যা যদি হয় তবে হৃদয় ভাঙিয়া
ছেড়ে দিই তারে, বেড়াক সে উড়ে উড়ে
শূন্যে শূন্যে মুখে মুখে। তার স্থান নহে
নারীর অন্তরাসনে।

অর্জুন

অয়ি বরাঙ্গনে,
সে অর্জুন, সে পাণ্ডব, সে গাণ্ডীবধনু,
চরণে শরণাগত সেই ভাগ্যবান।
নাম তার, খ্যাতি তার, শৌর্যবীর্য তার,
মিথ্যা হোক সত্য হোক, যে দুর্লভ লোকে
করেছ তাহারে স্থান দান, সেথা হতে
আর তারে কোরো না বিচ্যুত ক্ষীণপুণ্য
হৃতস্বর্গ হতভাগ্য-সম।

চিত্রাঙ্গদা

তুমি পার্থ?

অর্জুন

আমি পার্থ, দেবী, তোমার হৃদয়দ্বারে
প্রেমার্ত অতিথি।

চিত্রাঙ্গদা

শুনেছিনু, ব্রহ্মচর্য
পালিছে অর্জুন দ্বাদশ-বরষ-ব্যাপী।

চিত্রাঙ্গদা

সেই বীর কামিনীরে করিছে কামনা
ব্রত ভঙ্গ করি !— হে সন্ন্যাসী, তুমি পার্থ !

অর্জুন

তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি
যেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা-অন্ধকার।

চিত্রাঙ্গদা

ধিক্, পার্থ, ধিক্
কে আমি, কী আছে মোর, কী দেখেছ তুমি,
কী জান আমারে ! কার লাগি আপনারে
হতেছ বিস্মৃত ! মুহূর্তেকে সত্য ভঙ্গ
করি অর্জুনেরে করিতেছ অনর্জুন
কার তরে ! মোর তরে নহে। এই দুটি
নীলোৎপল নয়নের তরে ; এই দুটি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে
ছিন্ন করি সত্যের বন্ধন। কোথা গেল
প্রেমের মর্যাদা ! কোথায় রহিল পড়ে
নারীর সম্মান ! হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা—
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী ! এতক্ষণে পারিনু জানিতে,

মিথ্যা খ্যাতি, বীরত্ব তোমার।

অর্জুন

খ্যাতি মিথ্যা,

বীর্য মিথ্যা, আজ বুঝিয়াছি। আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা
পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য
তুমি! এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্মের তুমি
বিশ্রামরূপিণী। কেন জানি, অকস্মাৎ
তোমারে হেরিয়া বুঝিতে পেরেছি আমি
কী আনন্দকিরণেতে প্রথম প্রত্যুষে
অন্ধকারমহার্ণবে সৃষ্টিশতদল
দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হয়ে
এক মুহূর্তের মাঝে। আর-সকলেরে
পলে পলে তিলে তিলে তবে জানা যায়
বহুদিনে ; তোমাপানে যেমনি চেয়েছি
অমনি সমস্ত তব পেয়েছি দেখিতে,
তবু পাই নাই শেষ।— কৈলাসশিখরে
একদা মৃগয়াশ্রান্ত তৃষিত তাপিত
গিয়েছিনু দ্বিপ্রহরে কুসুমবিচিত্র
মানসের তীরে। যেমনি দেখিনু চেয়ে
সেই সুরসরসীর সলিলের পানে

চিত্রাঙ্গদা

অমনি পড়িল চোখে অনন্ত অতল।
স্বচ্ছ জল, যত নিম্নে চাই। মধ্যাহ্নের
রবিরশ্মিরেখাগুলি স্বর্ণনলিনীর
সুবর্ণমৃণালসাথে মিশি নেমে গেছে
অগাধ অসীমে ; কাঁপিতেছে আঁকিবাঁকি
জলের হিল্লোলে, লক্ষকোটি অগ্নিময়ী
নাগিনীর মতো। মনে হল, ভগবান
সূর্যদেব সহস্র অঙ্গুলি নির্দেশিয়া
দিলেন দেখায়ে জন্মশ্রান্ত কর্মক্লান্ত
মর্তজনে— কোথা আছে সুন্দর মরণ
অনন্ত শীতল। সেই স্বচ্ছ অতলতা
দেখেছি তোমার মাঝে। চারি দিক হতে
দেবের অঙ্গুলি যেন দেখায়ে দিতেছে
মোরে, ওই তব অলোক আলোকমাঝে
কীর্তিক্লিষ্ট জীবনের পূর্ণনির্বাপন।

চিত্রাঙ্গদা

আমি নহি, আমি নহি, হায়, পার্থ, হায়,
কোন্ দেবের ছলনা! যাও যাও, ফিরে
যাও, ফিরে যাও বীর! মিথ্যারে কোরো না
উপাসনা। শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পদে। যাও, ফিরে যাও।

৩

তরুতলে

চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা

হায় হায়, সে কি ফিরাইতে পারি! সেই
থরথর ব্যাকুলতা বীরহৃদয়ের
তৃষার্ত কম্পিত এক স্ফুলিঙ্গনিশ্বাসী
হোমাগ্নিশিখার মতো; সেই নয়নের
দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহু হয়ে, কেড়ে
নিতে আসিছে আমায়; উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্বাঙ্গ টুটিয়া,
তাহার ক্রন্দনধ্বনি প্রতি অঙ্গে যেন
যায় শুনা! এ তৃষ্ণা কি ফিরাইতে পারি?

বসন্ত ও মদনের
প্রবেশ

হে অনঙ্গদেব, একি রূপহুতাশনে
ঘিরেছ আমারে— দগ্ধ হই, দগ্ধ ক'রে
মারি।

চিত্রাঙ্গদা

মদন

বলো, তন্বী, কালিকার বিবরণ।
মুক্ত পুষ্পশর মোর কোথা কী সাধিল
কাজ, শুনিতে বাসনা।

চিত্রাঙ্গদা

কাল সন্ধ্যাবেলা
সরসীর তৃণপুঞ্জতীরে পেতেছিনু
পুষ্পশয্যা বসন্তের ঝরা ফুল দিয়ে।
শ্রান্ত কলেবরে শুয়েছিনু আনমনে ;
রাখিয়া অলস শির বাম বাহু'পরে
ভাবিতেছিলাম গত দিবসের কথা।
শুনেছিনু যেই স্তুতি অর্জুনের মুখে
আনিতেছিলাম তাহা মনে ; দিবসের
সঞ্চিত অমৃত হতে বিন্দু বিন্দু ল'য়ে
করিতেছিলাম পান ; ভুলিতেছিলাম
পূর্ব-ইতিহাস, গতজন্মকথাসম।
যেন আমি রাজকন্যা নহি ; যেন মোর
নাই পূর্বপর। যেন আমি ধরাতলে
একদিনে উঠেছি ফুটিয়া অরণ্যের
পিতৃমাতৃহীন ফুল ; শুধু এক বেলা
পরমায়ু— তারি মাঝে শুনে নিতে হবে

চিত্রাঙ্গদা

ভ্রমরগুঞ্জনগীতি, বনবনান্তের
আনন্দমর্মর ; পরে নীলাম্বর হতে
ধীরে নামাইয়া আঁখি, নুমাইয়া গ্রীবা,
টুটিয়া লুটিয়া যাব বায়ুস্পর্শভরে
ক্রন্দনবিহীন— মাঝখানে ফুরাইবে
কুসুমকাহিনীখানি আদি-অন্ত-হারা।

বসন্ত

একটি প্রভাতে ফুটে অনন্ত জীবন
হে সুন্দরী।

মদন

সংগীতে যেমন, ক্ষণিকের
তানে গুঞ্জরি কাঁদিয়া ওঠে অন্তহীন
কথা। তার পরে বলো।

চিত্রাঙ্গদা

ভাবিতে ভাবিতে
সর্বাঙ্গে হানিতেছিল ঘুমের হিল্লোল
দক্ষিণের বায়ু। সপ্তপর্ণশাখা হতে
ফুল্ল মালতীর লতা আলস্য-আবেশে
মোর গৌরতনু-'পরে পাঠাইতেছিল
নিঃশব্দ চুম্বন ; ফুলগুলি কেহ চুলে,

কেহ পদতলে, কেহ স্তনতটমূলে
বিছাইল আপনার মরণশয়ন।

অচেতনে গেল কতক্ষণ। হেনকালে
ঘুমঘোরে কখন্ করিনু অনুভব
যেন কার মুগ্ধ নয়নের দৃষ্টিপাত
দশ অঙ্গুলির মতো পরশ করিছে
রভসলালসে মোর নিদ্রালস তনু।
চমকি উঠিনু জাগি।

দেখিনু, সন্ন্যাসী
পদপ্রান্তে নির্নিমেষ দাঁড়ায়ে রয়েছে
স্থির প্রতিমূর্তিসম। পূর্বাচল হতে
ধীরে ধীরে স'রে এসে পশ্চিমে হেলিয়া
দ্বাদশীর শশী সমস্ত হিমাংশুরাশি
দিয়াছে ঢালিয়া, স্খলিতবসন মোর
অম্লান নূতন শুভ্র সৌন্দর্যের 'পরে।
পুষ্পগন্ধে পূর্ণ তরুতল ; ঝিল্লিরবে
তন্দ্রামগ্ন নিশীথিনী ; স্বচ্ছ সরোবরে
অকম্পিত চন্দ্রকরচ্ছায়া ; সুপ্ত বায়ু ;
শিরে লয়ে জ্যোৎস্নালোকে মসৃণ চিক্কণ
রাশি রাশি অন্ধকার পল্লবের ভার
স্তম্ভিত অটবী। সেইমত চিত্রার্পিত

দাঁড়াইয়া দীর্ঘকায় বনস্পতিসম
দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী ছায়াসহচর।

প্রথম সে নিদ্রাভঙ্গে চারি দিক চেয়ে
মনে হল, কবে কোন্ বিস্মৃত প্রদোষে
জীবন ত্যজিয়া, স্বপ্নজন্ম লভিয়াছি
কোন্-এক অপরূপ মোহনিদ্রালোকে
জনশূন্য ম্লানজ্যোৎস্না বৈতরণীতীরে।

দাঁড়ানু উঠিয়া। মিথ্যা শরম সংকোচ
খসিয়া পড়িল শ্লথ বসনের মতো
পদতলে। শুনিলাম, "প্রিয়ে! প্রিয়তমে!"
গম্ভীর আহ্বানে মোর এক দেহমাঝে
জন্ম জন্ম শত জন্ম উঠিল জাগিয়া।
কহিলাম, "লহ, লহ, যাহা-কিছু আছে
সব লহ, জীবনবল্লভ!" দুই বাহু
দিলাম বাড়ায়ে।— চন্দ্র অস্ত গেল বনে,
অন্ধকারে ঝাঁপিল মেদিনী। স্বর্গমর্ত
দেশকাল দুঃখসুখ জীবনমরণ
অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে।

প্রভাতের প্রথম কিরণে, বিহঙ্গের

প্রথম সংগীতে, বাম করে দিয়া ভর
ধীরে ধীরে শয্যাতলে উঠিয়া বসিনু।
দেখিনু চাহিয়া, সুখসুপ্ত বীরবর;
শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁর
প্রভাতের চন্দ্রকলাসম, রজনীর
আনন্দের শীর্ণ অবশেষ; নিপতিত
উন্নত ললাটপটে অরুণের আভা,
মর্তলোকে যেন নব উদয়পর্বতে
নবকীর্তিসূর্যোদয় পাইবে প্রকাশ।

উঠিনু শয়ন ছাড়ি নিশ্বাস ফেলিয়া;
মালতীর লতাজাল দিলাম নামায়ে
সাবধানে, রবিকর করি অন্তরাল
সুপ্তমুখ হতে। দেখিলাম, চতুর্দিকে
সেই পূর্বপরিচিত প্রাচীন পৃথিবী।
আপনারে আরবার মনে পড়ে গেল·
ছুটিয়া পলায়ে এনু নবপ্রভাতের
শেফালিবিকীর্ণতৃণ বনস্থলী দিয়ে
আপনার ছায়াত্রস্তা হরিণীর মতো।
বিজন বিতানতলে বসি, করপুটে
মুখ আবরিয়া কাঁদিবারে চাহিলাম,
এল না ক্রন্দন।

মদন

হায়, মানবনন্দিনী,
স্বর্গের সুখের দিন স্বহস্তে ভাঙিয়া
ধরণীর এক রাত্রি পূর্ণ করি তাহে
যত্নে ধরিলাম তব অধরসম্মুখে—
শচীর প্রসাদসুধা, রতির চুম্বিত,
নন্দনবনের গন্ধে মোদিতমধুর—
তোমারে করানু পান, তবু এ ক্রন্দন !

চিত্রাঙ্গদা

কারে, দেব, করাইলে পান ! কার তৃষা
মিটাইলে ! সে চুম্বন, সে প্রেমসংগম
এখনো উঠিছে কাঁপি যে অঙ্গ ব্যাপিয়া
বীণার ঝংকার-সম সে তো মোর নহে !
বহুকাল সাধনায় একদণ্ড শুধু
পাওয়া যায় প্রথম মিলন ; সে মিলন
কে লইল লুটি আমারে বঞ্চিত করি !
সে চিরদুর্লভ মিলনের সুখস্মৃতি
সঙ্গে ক'রে ঝ'রে প'ড়ে যাবে, অতিস্ফুট
পুষ্পদলসম, এ মায়ালাবণ্য মোর ;
অন্তরের দরিদ্র রমণী রিক্তদেহে
ব'সে রবে চিরদিনরাত। মীনকেতু,
কোন্ মহারাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া

চিত্রাঙ্গদা

অঙ্গসহচরী করি ছায়ার মতন—
কী অভিসম্পাত! চিরন্তনতৃষ্ণাতুর
লোলুপ ওষ্ঠের কাছে আসিল চুম্বন,
সে করিল পান। সেই প্রেমদৃষ্টিপাত
এমনি আগ্রহপূর্ণ, যে অঙ্গেতে পড়ে
সেথা যেন অঙ্কিত করিয়া রেখে যায়
বাসনার রাঙা চিহ্নরেখা, সেই দৃষ্টি
রবিরশ্মিসম চিররাত্রিতাপসিনী
কুমারী-হৃদয়পদ্ম-পানে ছুটে এল;
সে তাহারে লইল ভুলায়ে।

মদন

কল্য নিশি
ব্যর্থ গেছে তবে। শুধু, কূলের সম্মুখে
এসে আশার তরণী গেছে ফিরে ফিরে
তরঙ্গ-আঘাতে?

চিত্রাঙ্গদা

কাল রাত্রে কিছু নাহি
মনে ছিল দেব। সুখস্বর্গ এত কাছে
দিয়েছিল ধরা, পেয়েছি কি না পেয়েছি
করি নি গণনা আত্মবিস্মরণসুখে।
আজ প্রাতে উঠে নৈরাশ্যধিক্কারবেগে

অন্তরে অন্তরে টুটিছে হৃদয়। মনে
পড়িতেছে একে একে রজনীর কথা।
বিদ্যুৎবেদনাসহ হতেছে চেতনা।
অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতীন,
আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন
পাঠাইতে হবে আমার আকাঙ্ক্ষাতীর্থ
বাসরশয্যায়, অবিশ্রাম সঙ্গে রহি
প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি
তাহার আদর। ওগো, দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর ? হে অতনু,
বর তব ফিরে লও।

মদন

যদি ফিরে লই—
ছলনার আবরণ খুলে ফেলে দিয়ে
কাল প্রাতে কোন্ লাজে দাঁড়াইবে আসি
পার্থের সম্মুখে কুসুমপল্লবহীন
হেমন্তের হিমশীর্ণ লতা ? প্রমোদের
প্রথম আস্বাদটুকু দিয়ে, মুখ হতে
সুধাপাত্র কেড়ে নিয়ে চূর্ণ কর যদি

চিত্রাঙ্গদা

ভূমিতলে, অকস্মাৎ সে আঘাতভরে
চমকিয়া কী আক্রোশে হেরিবে তোমায়!

চিত্রাঙ্গদা

সেও ভালো। এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে। সেই আপনারে
করিব প্রকাশ; ভালো যদি নাই লাগে,
ঘৃণাভরে চ'লে যান যদি, বুক ফেটে
মরি যদি আমি, তবু আমি 'আমি' রব।
সেও ভালো ইন্দ্রসখা।

বসন্ত

শোনো মোর কথা।
ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তখন প্রকাশ পায় ফল। যথাকালে
আপনি ঝরিয়া প'ড়ে যাবে তাপক্লিষ্ট
লঘু লাবণ্যের দল, আপন গৌরবে
তখন বাহির হবে; হেরিয়া তোমারে
নূতন সৌভাগ্য বলি মানিবে ফাল্গুনী।
যাও ফিরে যাও, বৎসে, যৌবন-উৎসবে।

৪

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা

কী দেখিছ বীর ?

অর্জুন

দেখিতেছি পুষ্পবৃন্ত
ধরি, কোমল অঙ্গুলিগুলি রচিতেছে
মালা ; নিপুণতা চারুতায় দুই বোনে
মিলি, খেলা করিতেছে যেন সারাবেলা
চঞ্চল উল্লাসে, অঙ্গুলির আগে আগে।
দেখিতেছি আর ভাবিতেছি।

চিত্রাঙ্গদা

কী ভাবিছ ?

অর্জুন

ভাবিতেছি, অমনি সুন্দর ক'রে ধ'রে
সরসিয়া ওই রাঙা পরশের রসে
প্রবাসদিবসগুলি গেঁথে গেঁথে, প্রিয়ে,
অমনি রচিবে মালা ; মাথায় পরিয়া
অক্ষয়-আনন্দ-হার গৃহে ফিরে যাব।

চিত্রাঙ্গদা

এ প্রেমের গৃহ আছে ?

অর্জুন

গৃহ নাই ?

চিত্রাঙ্গদা

নাই।

গৃহে নিয়ে যাবে ! বোলো না গৃহের কথা।
গৃহ চির বরষের ; নিত্য যাহা তাই
গৃহে নিয়ে যেয়ো। অরণ্যের ফুল যবে
শুকাইবে, গৃহে কোথা ফেলে দিবে তারে
অনাদরে পাষাণের মাঝে ? তার চেয়ে
অরণ্যের অন্তঃপুরে নিত্য নিত্য যেথা
মরিছে অঙ্কুর, পড়িছে পল্লবরাশি,
ঝরিছে কেশর, খসিছে কুসুমদল,
ক্ষণিক জীবনগুলি ফুটিছে টুটিছে
প্রতি পলে পলে, দিনান্তে আমার খেলা
সাঙ্গ হলে ঝরিব সেথায় কাননের
শত শত সমাপ্ত সুখের সাথে। কোনো
খেদ রহিবে না কারো মনে।

অর্জুন

এই শুধু ?

চিত্রাঙ্গদা

শুধু এই। বীরবর, তাহে দুঃখ কেন?
আলস্যের দিনে যাহা ভালো লেগেছিল
আলস্যের দিনে তাহা ফেলো শেষ ক'রে।
সুখেরে তাহার বেশি একদণ্ডকাল
বাঁধিয়া রাখিলে, সুখ দুঃখ হয়ে ওঠে।
যাহা আছে তাই লও, যতক্ষণ আছে
ততক্ষণ রাখো। কামনার প্রাতঃকালে
যতটুকু চেয়েছিলে, তৃপ্তির সন্ধ্যায়
তার বেশি আশা করিয়ো না।

দিন গেল।

এই মালা পরো গলে। শ্রান্ত মোর তনু
ওই তব বাহু-'পরে টেনে লও বীর।
সন্ধি হোক অধরের সুখসম্মিলনে
ক্ষান্ত করি মিথ্যা অসন্তোষ। বাহুবন্ধে
এসো, বন্দী করি দোঁহে দোঁহা প্রণয়ের
সুধাময় চিরপরাজয়ে।

অর্জুন

ওই শোনো,

প্রিয়তমে, বনান্তের দূর লোকালয়ে
আরতির শান্তিশঙ্খ উঠিল বাজিয়া।

৫

মদন ও বসন্ত

মদন

আমি পঞ্চশর, সখা— এক শরে হাসি,
অশ্রু এক শরে ; এক শরে আশা, অন্য
শরে ভয় ; এক শরে বিরহমিলন
আশাভয় দুঃখসুখ এক নিমেষেই।

বসন্ত

শ্রান্ত আমি, ক্ষান্ত দাও সখা! হে অনঙ্গ,
সাঙ্গ করো রণরঙ্গ তব। রাত্রিদিন
সচেতন থেকে তব হুতাশনে আর
কতকাল করিব ব্যজন! মাঝে মাঝে
নিদ্রা আসে চোখে, নত হয়ে পড়ে পাখা,
ভস্মে ম্লান হয়ে আসে তপ্তদীপ্তিরাশি।
চমকিয়া জেগে আবার নূতন শ্বাসে
জাগাইয়া তুলি তার নব-উজ্জ্বলতা।
এবার বিদায় দাও সখা।

মদন

জানি তুমি
অনন্ত অস্থির, চিরশিশু। চিরদিন

বন্ধনবিহীন হয়ে দ্যুলোকে ভূলোকে
করিতেছ খেলা। একান্ত যতনে যারে
তুলিছ সুন্দর করি বহুকাল ধ'রে,
নিমেষে যেতেছ তারে ফেলি ধূলিতলে
পিছে না ফিরিয়া। আর বেশি দিন নাই,
আনন্দচঞ্চল দিনগুলি লঘুবেগে
তব পক্ষ-সমীরণে হুহু করি কোথা
যেতেছে উড়িয়া চ্যুত পল্লবের মতো।
হর্ষ-অচেতন বর্ষ শেষ হয়ে এল।

৬

অরণ্যে

অর্জুন

অর্জুন

আমি যেন পাইয়াছি প্রভাতে জাগিয়া
ঘুম হতে, স্বপ্নলব্ধ অমূল্য রতন।
রাখিবার স্থান তার নাহি এ ধরায় ;
ধরে রাখে এমন কিরীট নাই কোথা,

চিত্রাঙ্গদা

গেঁথে রাখে হেন সূত্র নাই, ফেলে যাই
হেন নরাধম নহি— তারে লয়ে তাই
চিররাত্রি চিরদিন ক্ষত্রিয়ের বাহু
বদ্ধ হয়ে প'ড়ে আছে কর্তব্যবিহীন।

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা

কী ভাবিছ?

অর্জুন

ভাবিতেছি মৃগয়ার কথা।
ওই দেখো, বৃষ্টিধারা আসিয়াছে নেমে
পর্বতের 'পরে; অরণ্যেতে ঘনঘোর
ছায়া; নির্ঝরিণী উঠেছে দুরন্ত হয়ে,
কলগর্ব-উপহাসে তটের তর্জন
করিতেছে অবহেলা। মনে পড়িতেছে,
এমনি বর্ষার দিনে পঞ্চ ভ্রাতা মিলে
চিত্রক-অরণ্য-তলে যেতেম শিকারে।
সারাদিন রৌদ্রহীন স্নিগ্ধ অন্ধকারে
কাটিত উৎসাহে; গুরুগুরু মেঘমন্দ্রে
নৃত্য করি উঠিত হৃদয়; ঝরঝর
বৃষ্টিজলে, মুখর নির্ঝরকলোল্লাসে

চিত্রাঙ্গদা

সাবধান পদশব্দ শুনিতে পেত না
মৃগ ; চিত্রব্যাঘ্র পঞ্চনখচিহ্নরেখা
রেখে যেত পথপঙ্ক-'পরে, দিয়ে যেত
আপনার গৃহের সন্ধান ; কেকারবে
অরণ্য ধ্বনিত। শিকার সমাধা হলে
পঞ্চ সঙ্গী পণ করি মোরা সন্তরণে
হইতাম পার বর্ষার সৌভাগ্যগর্বে-
স্ফীত তরঙ্গিণী। সেইমত বাহিরিব
মৃগয়ায়, করিয়াছি মনে।

চিত্রাঙ্গদা

হে শিকারী,
যে মৃগয়া আরম্ভ করেছ, আগে তাই
হোক শেষ। তবে কি জেনেছ স্থির—
এই স্বর্ণমায়ামৃগ তোমারে দিয়েছে
ধরা ? নহে তাহা নহে। এ বন্য হরিণী
আপনি রাখিতে নারে আপনারে ধরি।
চকিতে ছুটিয়া যায় কে জানে কখন
স্বপনের মতো। ক্ষণিকের খেলা সহে,
চিরদিবসের পাশ বহিতে পারে না।
ওই চেয়ে দেখো, যেমন করিছে খেলা
বায়ুতে বৃষ্টিতে, শ্যাম বর্ষা হানিতেছে

চিত্রাঙ্গদা

নিমেষে সহস্র শর বায়ুপৃষ্ঠ-'পরে,
তবু সে দুরন্ত মৃগ মাতিয়া বেড়ায়
অক্ষত অজেয়, তোমাতে আমাতে, নাথ,
সেইমত খেলা, আজি বরষার দিনে—
চঞ্চলারে করিবে শিকার প্রাণপণ
করি, যত শর যত অস্ত্র আছে তূণে
একাগ্র আগ্রহভরে করিবে বর্ষণ।
কভু অন্ধকার, কভু বা চকিত আলো
চমকিয়া হাসিয়া মিলায়; কভু স্নিগ্ধ
বৃষ্টিবরিষন, কভু দীপ্ত বজ্রজ্বালা।
মায়ামৃগী ছুটিয়া বেড়ায় মেঘাচ্ছন্ন
জগতের মাঝে, বাধাহীন চিরদিন।

৭

মদন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা

হে মন্মথ, কী জানি কী দিয়েছ মাখায়ে
সর্বদেহে মোর। তীব্র মদিরার মতো
রক্তসাথে মিশে উন্মাদ করেছে মোরে।

আপনার গতিগর্বে মত্ত মৃগী আমি
ধাইতেছি মুক্তকেশে, উচ্ছ্বসিত বেশে
পৃথিবী লঙ্ঘিয়া। ধনুর্ধর ঘনশ্যাম
ব্যাধেরে আমার করিয়াছি পরিশ্রান্ত
আশাহতপ্রায় ; ফিরাতেছি পথে পথে
বনে বনে তারে। নির্দয়বিজয়সুখে
হাসিতেছি কৌতুকের হাসি। এ খেলায়
ভঙ্গ দিতে হইতেছে ভয়, একদণ্ড
স্থির হলে পাছে ক্রন্দনে হৃদয় ভ'রে
ফেটে পড়ে যায়।

মদন

থাক্। ভাঙিয়ো না খেলা।
এ খেলা আমার। ছুটুক ফুটুক বাণ,
টুটুক হৃদয়। আমার মৃগয়া আজি
অরণ্যের মাঝখানে নবীন বর্ষায়।
দাও দাও শ্রান্ত করে দাও ; করো তারে
পদানত, বাঁধো তারে দৃঢ় পাশে ; দয়া
করিয়ো না, হাসিতে জর্জর করে দাও ;
অমৃতে-বিষেতে-মাখা খরবাক্যবাণ
হানো বুকে। শিকারে দয়ার বিধি নাই।

৮

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

অর্জুন

কোনো গৃহ নাই তব, প্রিয়ে, যে ভবনে
কাঁদিছে বিরহে তব প্রিয়পরিজন?
নিত্য স্নেহসেবা দিয়ে যে আনন্দপুরী
রেখেছিলে সুধামগ্ন ক'রে, যেথাকার
প্রদীপ নিবায়ে দিয়ে এসেছ চলিয়া
অরণ্যের মাঝে? আপন শৈশবস্মৃতি
যেথায় কাঁদিতে যায় হেন স্থান নাই?

চিত্রাঙ্গদা

প্রশ্ন কেন? তবে কি আনন্দ মিটে গেছে?
যা দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই
পরিচয়। প্রভাতে এই-যে দুলিতেছে
কিংশুকের একটি পল্লবপ্রান্তভাগে
একটি শিশির, এর কোনো নামধাম
আছে? এর কি শুধায় কেহ পরিচয়?
তুমি যারে ভালোবাসিয়াছ সে এমনি
শিশিরের কণা, নামধামহীন।

চিত্রাঙ্গদা

অর্জুন

কিছু
তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে ? এক-
বিন্দু স্বর্গ শুধু ভূমিতলে ভুলে প'ড়ে
গেছে ?

চিত্রাঙ্গদা

তাই বটে। শুধু নিমেষের তরে
দিয়েছে আপন উজ্জ্বলতা অরণ্যের
কুসুমেরে।

অর্জুন

তাই সদা হারাই-হারাই
করে প্রাণ ; তৃপ্তি নাহি পাই, শান্তি নাহি
মানি। সুদুর্লভে, আরো কাছাকাছি এসো।
নামধাম-গোত্রগৃহ-বাক্যদেহমনে
সহস্র বন্ধনপাশে ধরা দাও প্রিয়ে।
চারি পার্শ্ব হতে ঘেরি পরশি তোমারে।
নির্ভয় নির্ভরে করি বাস। নাম নাই ?
তবে কোন্ প্রেমমন্ত্রে জপিব তোমারে
হৃদয়মন্দিরমাঝে ? গোত্র নাই ? তবে
কী মৃণালে এ কমল ধরিয়া রাখিব ?

চিত্রাঙ্গদা

নাই, নাই, নাই। যারে বাঁধিবারে চাও

চিত্রাঙ্গদা

কখনো সে বন্ধন জানে নি। সে কেবল
মেঘের সুবর্ণছটা, গন্ধ কুসুমের,
তরঙ্গের গতি।

অর্জুন

তাহারে যে ভালোবাসে
অভাগা সে। প্রিয়ে, দিয়ো না প্রেমের হাতে
আকাশকুসুম। বুকে রাখিবার ধন
দাও তারে, সুখে দুঃখে, সুদিনে দুর্দিনে।

চিত্রাঙ্গদা

এখনো যে বর্ষ যায় নাই, শ্রান্তি এরি
মাঝে? হায় হায়, এখন বুঝিনু, পুষ্প
স্বল্পপরমায়ু দেবতার আশীর্বাদে।
গত বসন্তের যত মৃতপুষ্পসাথে
ঝরিয়া পড়িত যদি এ মোহন তনু
আদরে মরিত তবে। বেশি দিন নহে,
পার্থ! যে কদিন আছে, আশা মিটাইয়া
কুতূহলে, আনন্দের মধুটুকু তার
নিঃশেষ করিয়া করো পান। এর পরে
বারবার আসিয়ো না স্মৃতির কুহকে
ফিরে ফিরে, গত সায়াহ্নের চ্যুতবৃন্ত
মাধবীর আশে তৃষিত ভৃঙ্গের মতো।

৯

বনচরগণ ও অর্জুন

বনচর

হায় হায়, কে রক্ষা করিবে!

অর্জুন

কী হয়েছে ?

বনচর

উত্তরপর্বত হতে আসিছে ছুটিয়া
দস্যুদল, বরষার পার্বত্য বন্যার
মতো বেগে, বিনাশ করিতে লোকালয়।

অর্জুন

এ রাজ্যে রক্ষক কেহ নাই ?

বনচর

রাজকন্যা
চিত্রাঙ্গদা আছিলেন দুষ্টের দমন ;
তাঁর ভয়ে, রাজ্যে নাহি ছিল কোনো ভয়
যমভয় ছাড়া। শুনেছি গেছেন তিনি
তীর্থপর্যটনে, অজ্ঞাত ভ্রমণব্রত।

অর্জুন

এ রাজ্যের রক্ষক রমণী ?

বনচর

এক দেহে

তিনি পিতামাতা অনুরক্ত প্রজাদের।

স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ।

[প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা

কী ভাবিছ নাথ ?

অর্জুন

রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা

কেমন না জানি, তাই ভাবিতেছি মনে।

প্রতিদিন শুনিতেছি শতমুখ হতে

তারি কথা, নব নব অপূর্ব কাহিনী।

চিত্রাঙ্গদা

কুৎসিত, কুরূপ! এমন বঙ্কিম ভুরু

নাই তার, এমন নিবিড় কৃষ্ণতারা।

কঠিন সবল বাহু বিঁধিতে শিখেছে

লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীরতনু হেন

সুকোমল নাগপাশে।

চিত্রাঙ্গদা

অর্জুন

কিন্তু শুনিয়াছি,

স্নেহে নারী, বীর্যে সে পুরুষ।

চিত্রাঙ্গদা

ছি ছি, সেই

তার মন্দভাগ্য। নারী যদি নারী হয়
শুধু, শুধু ধরণীর শোভা, শুধু আলো,
শুধু ভালোবাসা— শুধু সুমধুর ছলে
শতরূপ ভঙ্গিমায় পলকে পলকে
লুটায়ে জড়ায়ে, বেঁকে বেঁধে, হেসে কেঁদে,
সেবায় সোহাগে ছেয়ে চেয়ে থাকে সদা—
তবে তার সার্থক জনম। কী হইবে
কর্মকীর্তি বীর্যবল শিক্ষাদীক্ষা তার?
হে পৌরব, কাল যদি দেখিতে তাহারে
এই বনপথপার্শ্বে, এই পূর্ণাতীরে,
ওই দেবালয়মাঝে, হেসে চ'লে যেতে।
হায় হায়, আজ এত হয়েছে অরুচি
নারীর সৌন্দর্যে, নারীতে খুঁজিতে চাও
পৌরুষের স্বাদ!

এসো, নাথ, ওই দেখো
গাঢ়চ্ছায়া শৈলগুহামুখে বিছাইয়া
রাখিয়াছি আমাদের মধ্যাহ্নশয়ন

চিত্রাঙ্গদা

কচি কচি পীতশ্যাম কিশলয় তুলি
আর্দ্র করি ঝরনার শীকরনিকরে
গভীর পল্লবছায়ে বসি, ক্লান্তকণ্ঠে
কাঁদিছে কপোত 'বেলা যায়' 'বেলা যায়'
বলি। কুলুকুলু বহিয়া চলেছে নদী
ছায়াতল দিয়া। শিলাখণ্ডে স্তরে স্তরে
সরস সুস্নিগ্ধ সিক্ত শ্যামল শৈবাল
নয়ন চুম্বন করে কোমল অধরে।
এসো নাথ, বিরল বিরামে।

অর্জুন

আজ নহে
প্রিয়ে।

চিত্রাঙ্গদা

কেন নাথ?

অর্জুন

শুনিয়াছি, দস্যুদল
আসিছে নাশিতে জনপদ। ভীতজনে
করিব রক্ষণ।

চিত্রাঙ্গদা

কোনো ভয় নাই প্রভু।
তীর্থযাত্রাকালে রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা

স্থাপন করিয়া গেছে সতর্ক প্রহরী
দিকে দিকে ; বিপদের যত পথ ছিল
বন্ধ করে দিয়ে গেছে বহু তর্ক করি।

অর্জুন

তবু আজ্ঞা করো, প্রিয়ে, স্বল্পকালতরে
করে আসি কর্তব্যসন্ধান। বহুদিন
রয়েছে অলস হয়ে ক্ষত্রিয়ের বাহু।
সুমধ্যমে, ক্ষীণকীর্তি এই ভুজদ্বয়
পুনর্বার নবীন গৌরবে ভরি আনি
তোমার মস্তকতলে যতনে রাখিব,
হবে তব যোগ্য উপাধান।

চিত্রাঙ্গদা

যদি আমি
নাই যেতে দিই ? যদি বেঁধে রাখি ? ছিন্ন
করে যাবে ? তাই যাও। কিন্তু মনে রেখো,
ছিন্ন লতা জোড়া নাহি লাগে। যদি তৃপ্তি
হয়ে থাকে তবে যাও, করিব না মানা।
যদি তৃপ্তি নাহি হয়ে থাকে, তবে মনে
রেখো, চঞ্চলা সুখের লক্ষ্মী কারো তরে
বসে নাহি থাকে ; সে কাহারো সেবাদাসী
নহে ; তার সেবা করে নরনারী, অতি

চিত্রাঙ্গদা

ভয়ে ভয়ে, নিশিদিন রাখে চোখে চোখে
যত দিন প্রসন্ন সে থাকে। রেখে যাবে
যারে সুখের কলিকা, কর্মক্ষেত্র হতে
ফিরে এসে সন্ধ্যাকালে দেখিবে তাহার
দলগুলি ফুটে ঝরে পড়ে গেছে ভূমে ;
সব কর্ম ব্যর্থ মনে হবে ; চিরদিন
রহিবে জীবনমাঝে জীবন্ত অতৃপ্তি
ক্ষুধাতুরা। এসো, নাথ, বোসো। কেন আজি
এত অন্যমন ? কার কথা ভাবিতেছ ?
চিত্রাঙ্গদা ? আজ তার এত ভাগ্য কেন ?

অর্জুন

ভাবিতেছি, বীরাঙ্গনা কিসের লাগিয়া
ধরেছে দুষ্কর ব্রত। কী অভাব তার ?

চিত্রাঙ্গদা

কী অভাব তার ? কী ছিল সে অভাগীর ?
বীর্য তার অভ্রভেদী দুর্গ সুদুর্গম
রেখেছিল চতুর্দিকে অবরুদ্ধ করি
রুধ্যমান রমণীহৃদয়। রমণী তো
সহজেই অন্তরবাসিনী, সংগোপনে
থাকে আপনাতে ; কে তারে দেখিতে পায়,
হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেহের শোভায়

চিত্রাঙ্গদা

প্রকাশ না পায় যদি ? কী অভাব তার !
অরুণলাবণ্যলেখাচিরনির্বাপিত
ঊষার মতন যে রমণী আপনার
শতস্তর তিমিরের তলে বসে থাকে
বীর্যশৈলশৃঙ্গ-'পরে নিত্য-একাকিনী,
কী অভাব তার ! থাক্ থাক্, তার কথা
পুরুষের শ্রুতিসুমধুর নহে, তার
ইতিহাস ।

অর্জুন

বলো বলো । শ্রবণলালসা
ক্রমশ বাড়িছে মোর । হৃদয় তাহার
করিতেছি অনুভব হৃদয়ের মাঝে ।
যেন পান্থ আমি, প্রবেশ করেছি গিয়া
কোন্ অপরূপ দেশে অর্ধরজনীতে ।
নদীগিরিবনভূমি সুপ্তিনিমগন,
শুভ্রসৌধকিরীটিনী উদার নগরী
ছায়াসম অর্ধস্ফুট দেখা যায়, শুনা
যায় সাগরগর্জন ; প্রভাতপ্রকাশে
বিচিত্র বিস্ময়ে যেন ফুটিবে চৌদিক ;
প্রতীক্ষা করিয়া আছি উৎসুকহৃদয়ে
তারি তরে । বলো বলো, শুনি তার কথা ।

চিত্রাঙ্গদা

কী আর শুনিবে ?

অর্জুন

দেখিতে পেতেছি তারে—
বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি অবহেলে,
দক্ষিণেতে ধনুঃশর, হৃষ্ট নগরের
বিজয়লক্ষ্মীর মতো আর্ত প্রজাগণে
করিতেছে বরাভয়দান। দরিদ্রের
সংকীর্ণ দুয়ারে, রাজার মহিমা যেথা
নত হয় প্রবেশ করিতে, মাতৃরূপ
ধরি সেথা করিছেন দয়াবিতরণ।
সিংহিনীর মতো, চারি দিকে আপনার
বৎসগণে রয়েছেন আগলিয়া ; শত্রু
কেহ, কাছে নাহি আসে ডরে। ফিরিছেন
মুক্তলজ্জা ভয়হীনা প্রসন্নহাসিনী
বীর্যসিংহ-'পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া।
রমণীর কমনীয় দুই বাহু-'পরে
স্বাধীন সে অসংকোচ বল, ধিক্ থাক্
তার কাছে রুনুঝুনু কঙ্কণকিঙ্কিণী।
অয়ি বরারোহে, বহুদিন কর্মহীন
এ পরান মোর উঠিছে অশান্ত হয়ে
দীর্ঘশীতসুপ্তোত্থিত ভুজঙ্গের মতো।

চিত্রাঙ্গদা

এসো এসো দোঁহে দুই মত্ত অশ্ব লয়ে
পাশাপাশি ছুটে চলে যাই, মহাবেগে
দুই দীপ্ত জ্যোতিষ্কের মতো। বাহিরিয়া
যাই এই রুদ্ধসমীরণ, এই তিক্ত
পুষ্পগন্ধমদিরায় নিদ্রাঘনঘোর
অরণ্যের অন্ধগর্ভ হতে।

চিত্রাঙ্গদা

হে কৌন্তেয়,
যদি এ লালিত্য, এই কোমল ভীরুতা,
স্পর্শক্লেশসকাতর শিরীষপেলব
এই রূপ, ছিন্ন ক'রে ঘৃণাভরে ফেলি
পদতলে, পরের বসনখণ্ডসম—
সে ক্ষতি কি সহিতে পারিবে? কামিনীর
ছলাকলা মায়ামন্ত্র দূর করে দিয়ে
উঠিয়া দাঁড়াই যদি সরল উন্নত
বীর্যমন্ত অন্তরের বলে, পর্বতের
তেজস্বী তরুণ তরুসম বায়ুভরে
আনম্রসুন্দর, কিন্তু লতিকার মতো
নহে নিত্য কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত, সে কি ভালো
লাগিবে পুরুষচোখে!— থাক্ থাক্, তার
চেয়ে এই ভালো। আপন যৌবনখানি
দুদিনের বহুমূল্য ধন, সাজাইয়া

সযতনে, পথ চেয়ে বসিয়া রহিব ;
অবসরে আসিবে যখন আপনার
সুধাটুকু দেহপাত্রে আকর্ণ পূরিয়া
করাইব পান ; সুখস্বাদে শ্রান্তি হলে
চলে যাবে কর্মের সন্ধানে ; পুরাতন
হলে, যেথা স্থান দিবে সেথায় রহিব
পার্শ্বে পড়ি। যামিনীর নর্মসহচরী
যদি হয় দিবসের কর্মসহচরী,
সতত প্রস্তুত থাকে বামহস্তসম
দক্ষিণহস্তের অনুচর, সে কি ভালো
লাগিবে বীরের প্রাণে !

অর্জুন

বুঝিতে পারি নে
আমি রহস্য তোমার। এতদিন আছি,
তবু যেন পাই নি সন্ধান। তুমি যেন
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা ;
তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার
অন্তরালে থেকে, আমারে করিছ দান
অমূল্য চুম্বনরত্ন, আলিঙ্গনসুধা ;
নিজে কিছু চাহ না, লহ না। অঙ্গহীন
ছন্দোহীন প্রেম, প্রতিক্ষণে পরিতাপ

জাগায় অন্তরে। তেজস্বিনী, পরিচয়
পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায়।
তার কাছে এ সৌন্দর্যরাশি, মনে হয়,
মৃত্তিকার মূর্তি শুধু, নিপুণচিত্রিত
শিল্পযবনিকা। মাঝে মাঝে মনে হয়,
তোমারে তোমার রূপ ধারণ করিতে
পারিছে না আর, কাঁপিতেছে টলমল
করি। নিত্যদীপ্ত হাসির অন্তরে
ভরা অশ্রু করিতেছে বাস ; মাঝে মাঝে
ছলছল ক'রে ওঠে, মুহূর্তের মাঝে
ফাটিয়া পড়িবে যেন আবরণ টুটি।
সাধকের কাছে প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়াকায়া ধরি ; তার পরে
সত্য দেখা দেয় ভূষণবিহীন রূপে
আলো করি অন্তর বাহির। সেই সত্য
কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে।
আমার যে সত্য তাই লও। শ্রান্তিহীন
সে মিলন চিরদিবসের।

অশ্রু কেন

প্রিয়ে! বাহুতে লুকায়ে মুখ কেন এই
ব্যাকুলতা! বেদনা দিয়েছি প্রিয়তমে?

চিত্রাঙ্গদা

তবে থাক্, তবে থাক্। ওই মনোহর
রূপ পুণ্যফল মোর। এই-যে সংগীত
শোনা যায় মাঝে মাঝে বসন্তসমীরে
এ যৌবনযমুনার পরপার হতে,
এই মোর বহুভাগ্য। এ বেদনা মোর
সুখের অধিক সুখ, আশার অধিক
আশা, হৃদয়ের চেয়ে বড়ো, তাই তারে
হৃদয়ের ব্যথা বলে মনে হয় প্রিয়ে।

১০

মদন বসন্ত ও চিত্রাঙ্গদা

মদন

শেষ রাত্রি আজি।

বসন্ত

আজ রাত্রি-অবসানে
তব অঙ্গশোভা ফিরে যাবে বসন্তের
অক্ষয় ভাণ্ডারে। পার্থের চুম্বনস্মৃতি
ভুলে গিয়ে তব ওষ্ঠরাগ, ছুটি নব

চিত্রাঙ্গদা

কিশলয়ে মঞ্জরি উঠিবে লতিকায়।
অঙ্গের বরন তব শত শ্বেত ফুলে
ধরিয়া নূতন তনু, গতজন্মকথা
ত্যজিবে স্বপ্নের মতো নব জাগরণে।

চিত্রাঙ্গদা

হে অনঙ্গ, হে বসন্ত, আজ রাত্রে তবে
এ মুমূর্ষু রূপ মোর শেষ রজনীতে
অন্তিম শিখার মতো শ্রান্ত প্রদীপের
আচম্বিতে উঠুক উজ্জ্বলতম হয়ে।

মদন

তবে তাই হোক। সখা, দক্ষিণপবন
দাও তবে নিশ্বসিয়া প্রাণপূর্ণ বেগে।
অঙ্গে অঙ্গে উঠুক উচ্ছুসি পুনর্বার
নবোল্লাসে যৌবনের ক্লান্ত মন্দ স্রোত।
আজি মোর পঞ্চ পুষ্পশরে, নিশীথের
নিদ্রাভেদ করি, ভোগবতী তটিনীর
তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে, প্লাবিত করিয়া দিব
বাহুপাশে-বদ্ধ দুটি প্রেমিকের তনু।

১১

শেষ রাত্রি

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা

প্রভু, মিটিয়াছে সাধ? এই সুললিত
সুগঠিত নবনীকোমল সৌন্দর্যের
যত গন্ধ যত মধু ছিল সকলি কি
করিয়াছ পান! আর-কিছু বাকি আছে?
আর-কিছু চাও? আমার যা-কিছু ছিল
সব হয়ে গেছে শেষ? হয় নাই, প্রভু—
ভালো হোক, মন্দ হোক, আরো-কিছু বাকি
আছে, সে আজিকে দিব।

প্রিয়তম, ভালো
লেগেছিল ব'লে করেছিনু নিবেদন
এ সৌন্দর্যপুষ্পরাশি চরণকমলে
নন্দনকানন হতে তুলে নিয়ে এসে
বহু সাধনায়। যদি সাঙ্গ হল পূজা
তবে আজ্ঞা করো, প্রভু, নির্মাল্যের ডালি

ফেলে দিই মন্দিরবাহিরে। এইবার
প্রসন্ন নয়নে চাও সেবিকার পানে।

যে ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু
সে ফুলের মতো, প্রভু, এত সুমধুর,
এত সুকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর।
দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য
আছে, কত দৈন্য আছে, আছে আজন্মের
কত অতৃপ্ত তিয়াষা। সংসারপথের
পান্থ, ধূলিলিপ্তবাস, বিক্ষতচরণ—
কোথা পাব কুসুমলাবণ্য, দুদণ্ডের
জীবনের অকলঙ্ক শোভা! কিন্তু আছে
অক্ষয় অমর এক রমণীহৃদয়।
দুঃখ-সুখ আশা-ভয় লজ্জা-দুর্বলতা—
ধূলিময়ী ধরণীর কোলের সন্তান—
তার কত ভ্রান্তি, তার কত ব্যথা, তার
কত ভালোবাসা, মিশ্রিত জড়িত হয়ে
আছে এক সাথে। আছে এক সীমাহীন
অপূর্ণতা, অনন্ত মহৎ। কুসুমের
সৌরভ মিলায়ে থাকে যদি, এইবার
সেই জন্মজন্মান্তের সেবিকার পানে
চাও।

চিত্রাঙ্গদা

সূর্যোদয়

অবগুণ্ঠন খুলিয়া

আমি চিত্রাঙ্গদা। রাজেন্দ্রনন্দিনী।
হয়তো পড়িবে মনে, সেই একদিন
সেই সরোবরতীরে, শিবালয়ে, দেখা
দিয়েছিল এক নারী, বহু আবরণে
ভারাক্রান্ত করি তার রূপহীন তনু।
কী জানি কী বলেছিল নির্লজ্জ মুখরা,
পুরুষেরে করেছিল পুরুষপ্রথায়
আরাধনা ; প্রত্যাখ্যান করেছিলে তারে।
ভালোই করেছ। সামান্য সে নারীরূপে
গ্রহণ করিতে যদি তারে, অনুতাপ
বিঁধিত তাহার বুকে আমরণ কাল।
প্রভু, আমি সেই নারী। তবু আমি সেই
নারী নহি ; সে আমার হীন ছদ্মবেশ।
তার পরে পেয়েছিনু বসন্তের বরে
বর্ষকাল অপরূপ রূপ। দিয়েছিনু
শ্রান্ত করি বীরের হৃদয় ছলনার
ভারে। সেও আমি নহি।

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।

পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই ; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়। গর্ভে
আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি
পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে—
তখন জানিবে মোরে প্রিয়তম।

আজ
শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা,
রাজেন্দ্রনন্দিনী।

অর্জুন

প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।

—

কটক

২৮ ভাদ্র ১২৯৮

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস। ২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা

সূচনা

অনেক বছর আগে রেল-গাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে; তখন বোধ করি চৈত্র মাস হবে। রেল-লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হল্‌দে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে, যে, আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে; তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফলসম্ভারে। সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল, সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে, তা হলে সে তার স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহবিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগলজীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়; এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ, এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

এই ভাবটাকে নাট্য আকারে প্রকাশ -ইচ্ছা তখনই মনে এল; সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যায় পাণ্ডুয়া বলে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী
বৈশাখ ১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসর্গ

স্নেহাস্পদ শ্রীমান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পরমকল্যাণীয়েষু

বৎস,

তুমি আমাকে তোমার যত্নরচিত চিত্রগুলি উপহার দিয়াছ, আমি তোমাকে আমার কাব্য এবং স্নেহ-আশীর্বাদ দিলাম।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫ শ্রাবণ ১২৯৯

চিত্রাঙ্গদা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট। কলিকাতা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর -কর্তৃক চিত্রভূষিত
প্রথম প্রকাশ : ২৮ ভাদ্র ১২৯৯

'বিদায়-অভিশাপ' কাব্যের সহিত যুক্ত
সংস্করণ : ১৬ শ্রাবণ ১৩০১

সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় -কর্তৃক প্রকাশিত
কাব্যগ্রন্থাবলী-ভুক্ত সংস্করণ : ১৫ আশ্বিন ১৩০৩

মোহিতচন্দ্র সেন -কর্তৃক সম্পাদিত
কাব্যগ্রন্থ-ভুক্ত সংস্করণ : ১৩১০

হিতবাদী কার্যালয় -কর্তৃক প্রকাশিত
রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী-ভুক্ত সংস্করণ : ১৩১১

পুনর্মুদ্রণ : ১৩১৭

ইণ্ডিয়ান প্রেস -কর্তৃক প্রকাশিত
কাব্যগ্রন্থ-ভুক্ত সংস্করণ : ১৩২২

পুনর্মুদ্রণ : ১৩২৯

বিশ্বভারতী -কর্তৃক পুনর্মুদ্রণ : ১৩৩৬, ১৩৪১

রবীন্দ্ররচনাবলী-ভুক্ত সংস্করণ : ২৫ বৈশাখ ১৩৪৭

পুনর্মুদ্রণ : আশ্বিন ১৩৪৮, মাঘ ১৩৫১, ফাল্গুন ১৩৫৬
পুনর্মুদ্রণ : চৈত্র ১৩৬১